# একটি অসমাপ্ত গল্পের খসড়া

আশীষ বাবলু

কি লিখবো তাই ভাবছিলাম আর বাসন ধুচ্ছিলাম। স্ত্রীর চিৎকার – 'হাত চালাও, শাক কাটতে হবে।
ভাবনাটা কাঁচের প্লেটের মত টুকরো হলো। প্লেট হচ্ছে মানুষের পরিবারের মতো। শুরুতে সবাই থাকে সংসার আলো করে। তারপর একে একে ভাঙ্গতে থাকে। রিপ্লেস করা যায়, কিন্তু একই ডিজাইনের পাওয়া খুবই কঠিন। দু'একটা প্লেট ছাড়াও সংসার চলে যায়, কিন্তু যে যায় সেতো যায়।
ফ্রিজ থেকে পালং শাকের গুচ্ছটা বের করলাম। নেতিয়ে গেছে। আধুনিক ওয়েস্টিং হাউজ ফ্রিজ ওকে সবুজ রেখেছে ঠিকই কিন্তু বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। শাকের আটিটা দেখতে মনে হচ্ছিল সিডনির প্রবাসী বাঙ্গালীদের মতো, দেখতে তাজা কিন্তু প্রানহীন।
বাসন ধোয়া, পেয়াজ-আলু-মাছ কাটা এগুলো আমার কাজের এক্তিয়ারে পরে। এসব কাজে নাম ও যশ হয়েছে। শাকটা কেটেই আমি রান্না ঘর থেকে পালাবো। কিছু একটা লিখতে হবে। মাথায় সংসার চেঁপে বসেছে আলুর বস্তার মত। এর চাপ থেকে পরিত্রান নেই।
স্ত্রী রান্না করছে। আমি আমার টেবিলে মুখ গুজে আলুর বস্তা মাথা থেকে সড়িয়ে কলম নিয়ে বসেছি। রান্না ঘর থেকে স্ত্রীর ভাষন কানে আসছে,– কি জীবন আমার, শনিবার ছুটির দিনে মানুষ বেড়াতে যায়.. আমি রান্নাঘরে উনুন ঠেলছি.. উনি লিখতে বসেছেন.. নোবেল পুরস্কার পাবেন, রবীন্দ্রনাথ হবার সখ হয়েছে.. ইত্যাদি।
হাতা দিয়ে জোরে জোরে শাক পেটানোর আওয়াজে ভাষনের বাকি অংশ শোনা যাচ্ছেনা। লেখার সাথে রান্নার একটা মিল আছে, একটা মানুষ চিবিয়ে খায়, অন্যটা গোগ্রাসে গিলে। দুটোই মশলা টশলা দিয়ে পাকাতে হয়। দুটোই শিল্পচর্চা। একদিকে চর্চা করছেন আমার স্ত্রী, অন্যদিকে আমি।
রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী বিয়োগ যখন হয়েছিল, তখন কবির বয়স মাত্র চল্লিশ বছর। কবি আর বিয়ে করেননি। বিয়ে করলে তা'র কাছ থেকে এত লেখা পেতাম বলে মনে হয়না। রবীন্দ্রনাথে বহুল প্রতিভার সাথে আমাদের পরিচয় থাকলেও তিনি বাসন মাজা বা আলু পেঁয়াজ কাটার মতো সংসার কর্মে তেমন কোনো অবদান রেখেছিলেন বলে আমার জানা নেই। তিনি জমিদার ছিলেন, একটা রাধুনী রেখে নেওয়া বিয়ে করার চাইতে শ্রেয় বুঝতে পেরেছিলেন।
একজন লেখকের স্ত্রী আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন– 'যে মানুষ সারাক্ষন স্বপ্ন দেখে, এবং নিজের কাজের মধ্যে ডুবে থাকে, তাকে শ্রদ্ধা করা যায়, তবে তা'র সাথে ঘর সংসার করা যায়না। কথাটা ঠিকই। সংসার ত্যাগী সাধু ফকির জাতিয় ব্যাক্তিগণ সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করলে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার আরো সমৃদ্ধ হতো। কিন্তু তা'রা তা করেননি। মানুষকে ভেলকী দেখিয়ে, তুকতাক্ করে সময় নস্ট করেছেন।
একপাতা ভরে গেছে, কিন্তু কি বিষয়ে লিখবো এখনো ঠিক করে উঠতে পারছিনা। 'রন্ধন শিল্প ও সাহিত্য'। 'স্ত্রী বিয়োগ ও রবীন্দ্র সাহিত্যের উত্তরন'। 'স্ত্রীর হাতে হাতা আর স্বামীর হাতে খাতা'। এই লেখার কি হেডিং হবে এখনো জানিনা। যাই হোকনা কেন, শুরু করা যাক।
এই শুরু প্রসঙ্গে একটা গল্প বলার লোভ সামলাতে পারছিনা।
১৮৩০ এর মার্চ মাস। টলস্টয় তা'র স্ত্রীকে একটা গল্প পড়ে শোনাচ্ছিলেন। পুশকিনের লেখা গল্প। গল্পের প্রথম লাইন ছিল– দি গেস্ট এ্যারাইভড্ এ্যট দ্যা কান্ট্রি হাউজ। লাইনটা পড়েই টলস্টয় থেমে গেলেন। আশ্চর্য হলেন। এভাবেই বুঝি লেখা শুরু করতে হয়। সে তা'র স্ত্রীকে বললেন– অন্য কেউ

লিখলে নিশ্চই শুরু করতো অতিথিদের বর্ননা দিয়ে, ডাইনিং রুমের বর্ননা দিয়ে, অথবা খাদ্যের বর্ননা দিয়ে। অথচ পুশকিন প্রথম লাইনেই গল্পে চলে এসেছেন। সেইদিন টলস্টয় গিয়ে বসলেন তা'র পড়ার ঘরে, শুরু করলেন একটি উপন্যাস। কালজয়ী 'এ্যানা ক্যারেনিনা'।

'আমার পাঁচ বছরের মেয়ে মিনি একদন্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারেনা'। রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালা গল্পের শুরু। আবু ইসহাক তার 'সূর্য দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে প্রথম লাইনে লিখেছেন- আবার তা'রা গ্রামে আসে। আমার প্রিয় লেখক মুজতবা আলী 'শবনম' উপন্যাস শুরু করেছেন এই লাইন দিয়ে- 'বাদশা আমানুল্লার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ'। এমন সব কালজয়ী সাহিত্যকর্ম শুরুতেই চুম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে লেখক এবং পাঠকের মধ্যে।

লেখক হচ্ছে পার্টির হোস্ট, পাঠকরা হচ্ছে গেস্ট। গেস্টদের আনন্দদান হবে হোস্টের উদ্দেশ্য। নিজের দিকে খেয়াল রাখলে চলবেনা। গেস্টদের আপ্যায়নে যেন ত্রুটি না থাকে সেই খেয়াল রাখতে হবে।

এক পাবলিশার্স নবাগত এক লেখকের পান্ডুলিপি ফেরত পাঠালেন ছাপার অযোগ্য বলে। লেখক জানতে চাইলেন কেন ছাপার অযোগ্য? পাবলিশার্স বললেন– বিছানায় নায়িকার এপাশ থেকে ওপাশ ফেরার বর্ননা লিখতে ২৫ পাতা ব্যায় করেছেন, আপনার না হয় কলমের লিমিট নেই, পাঠকের ধর্যেরতো একটা লিমিট আছে।

এক তরুন কবি, নাম মনে পরছেনা, একবার লিখেছিলেন– আমার লেখা হোক বাতাসের মত স্বাভাবিক, তাতে যেনো যথেষ্ট অক্সিজেন থাকে।

খুবই খাঁটি কথা। লেখায় অক্সিজেন না থাকলে পাঠকের দম বন্ধ হয়ে আসবে। সে বই বন্ধ করবে। তাই লেখকের সিলিন্ডারে যথেষ্ট অক্সিজেনের সাপ্লাই থাকা চাই।

একজন বৃটিশ লেখক বলেছিলেন– লেখা হচ্ছে চেক লেখার মত ব্যাপার। চেক লেখা সহজ কিন্তু লেখকের একাউন্টে যথেষ্ট টাকার যোগান থাকতে হবে।

আমার নিজের কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই। যেটা আছে সেটা স্ত্রীর সাথে জয়েন্ট একাউন্ট। এটাই এদেশে নিয়ম। ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমার জানা নেই, তবে কেটে যাচ্ছে। মাঝে মধ্যেই দু'একটা চেক বাউন্স করে।

ঐপ্রান্তে স্ত্রীর পালং শাক রান্না প্রায় শেষ হয়েছে। হাতা দিয়ে কড়াই থেকে শাক তুলে বাটিতে রাখার শব্দ পাচ্ছি। রান্নাঘরে একটা শিল্পকর্মের জন্ম সম্পন্ন হয়েছে আর এইপ্রান্তে আমার লেখাটা ঠিক ভাবে শুরুই করতে পারিনি।

লেখালেখির সবচাইতে মজাইতো কী লিখবো কেমন করে লিখবো তার ভাবনা। বিয়ের চাইতে বিয়ের আগের প্রেমপর্বটা অনেক বেশী মিষ্টি। তবে বুদ্ধদেব গুহ বলেন অন্যকথা, তিনি বলেছেন– লেখালেখির ব্যাপারটা হচ্ছে চুমু খাবার মতো, যখন দুজনের ইচ্ছে হবে তখন খেয়ে না ফেললে, চুমু পচে যায়। মনের ভাবগুলো যখন কালীর অক্ষরে বাঁধা পরতে চাইবে তখনই তাকে বাঁধতে হবে। টাইমিংটা খুবই জরুরী। যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইবো কতকাল।

তবে আমার এই লেখাটা যাতে না হারায় তার একটা ব্যাবস্থা করতে হবে। এ যাত্রায় না হোক ঘষে মেজে পরে দাড় করানো যাবে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তা'র 'এ্যা ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' এর শেষ চারটা লাইন ত্রিশবার কেটেছেন, আবার লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত করবীর' ১৭ খানা পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে। একেই বলে শিল্পীর অতৃপ্তি।

সেদিন এক আড্ডায় প্রচুর বই পড়া একজন মহিলা বললেন– হোয়াট আই লাইক ইন এ্যা গুড অথার ইজ নট হোয়াট হি সেইস্, বাট হোয়াট হি হুইসপার। যা বলেছেন সেটা বড় কথা নয়, যা বলতে চেয়েছেন সেটাই বড় কথা। কইব কথা কানে কানে।

এগুলো হচ্ছে বড় মাপের মারফতী লাইনের কথা। এসবের অর্থ বুঝে লিখতে বসলে জীবনেও লেখা হবেনা। বাঙ্গালী হয়ে জন্মেছি, সাহিত্য করার অধিকার জন্মসুত্রে পাওয়া। খুব সম্ভব রফিক আজাদ লিখেছিলেন– গদ্যে পদ্যে ভরে যাচ্ছে / আমাদের পানা পুকুর থেকে শুরু করে / বঙ্গোপসাগর অব্দি জলের সংসার।

পাঠকরা কি চায় তাতো বুঝানো গেলো, একটা লেখা লিখে একজন লেখক কি চায়?

এ ব্যাপারে নবনীতা দেব সেনের উক্তিটা আমার খুব ভাল লেগেছে, তিনি লিখেছেন– একটা লেখা লিখে আমি কি চাই? আমি চাই একটি স্পর্শ। চাই হাতের মধ্যে আর একটি হাত ধরতে। যিনি আমার লেখাটি এখন পরছেন তার পাশটিতে ঘেষে বসতে চাই। আমার নিশ্বাসবায়ু তার শরীরে পড়ুক আমি চাই।

যাই হোক, আমি কি চাই এই মুহুর্তে সেটা বড় কথা নয়। আমার স্ত্রী চাইছেন আমি যেনো এখন ভাত খেতে বসি। শাক দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে স্ত্রীর শিল্পকর্মেও প্রশংসা করতে করতে এরপর কি লিখবো ভাবা যাবে। কলম তোমায় দিলেম আজকে ছুটি। আজ এখানেই বিদায়।